



## 2071 - কোন তরুণ কখন ইজতহিদ করার ও ফতোয়া দায়ের অধিকার অর্জন করে

### প্রশ্ন

প্রশ্ন: একজন তরুণের জন্য কখন ইজতহিদ করা ও ফতোয়া দায়ো জায়যে? কারণ কিছু কিছু তরুণ দ্বীনদার হওয়ার পর প্রায়শ শরীয়তের দলিল-প্রমাণ নিয়ে আলোচনা ও বিশ্লষণে জড়িয়ে পড়ে এবং বিভিন্ন সাম্প্রতিক ইস্যু ও মাসয়ালার বধিান নরিণয় করার চেষ্টা করে- যা হালাল বা হারাম ঘোষণা করার শামলি। তারা নজিদেরে বচির-বিশ্লষণ অনুযায়ী কিছু কিছু সাম্প্রতিক ইস্যুর ফকিহী বধিান বলারও চেষ্টা করে।

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

কোন বিষয়ে ইজতহিদ করার কিছু শর্ত রয়েছে। যে কোন ব্যক্তির যে কোন বিষয়ে ফতোয়া দায়ো ও কথা বলার অধিকার নেই। কোন বিষয়ে ফতোয়া দিতে ও কথা বলতে হলে যথাযথ ইলম ও যোগ্যতা থাকতে হবে। দলিল জানার ক্ষমতা থাকতে হবে। দলিলের মধ্যে কোনটি নিস (প্রত্যক্ষ), কোনটি যাহরে (প্রকাশ্য), কোনটি সহহি (বিশুদ্ধ), কোনটি জয়ফি (দুর্বল), কোনটি নাসখে (রহতিকারী), কোনটি মানসুখ (রহতি), কোনটি মানতুক (শব্দ-ভিত্তিক), কোনটি মাফহুম (ভাব-ভিত্তিক), কোনটি খাস (বিশেষ), কোনটি আম (সাধারণ), কোনটি মুতলাক (শর্তহীন), কোনটি মুকাইয়াদ (শর্তযুক্ত), কোনটি মুজমাল (অ-বিস্তারিত), কোনটি মুবাইয়ান (বিস্তারিত) তা জানতে হবে। সাথে সাথে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। এছাড়া ফকিহর প্রকারভেদে, গবেষণায়োগ্য বিষয়গুলো, পূর্ববর্তী আলমে ও ফকীহদের মতামত জানা থাকতে হবে এবং দলিল-প্রমাণ মুখস্থ থাকতে হবে অথবা বুঝার ক্ষমতা থাকতে হবে। কোন সন্দেহ নেই যথাযথ যোগ্যতা ছাড়া ফতোয়া দিতে নামে পড়া বড় ধরনের গুনাহ এবং ইলম ছাড়া মতপ্রকাশের নামান্তর। আল্লাহ তাআলা এ ব্যাপারে কঠোর হুশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছেন: “আর তোমাদের জিহ্বা দ্বারা বানানো মথিয়ার উপর নরিভর করে বলো না যে- এটা হালাল এবং এটা হারাম, আল্লাহর উপর মথিয়ার টানোর জন্য। নিশ্চয় যারা আল্লাহর উপর মথিয়ার টায়, তারা সফল হবে না।” [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ১১৬] হাদিসে এসছে- “যে ব্যক্তিকে যথাযথ দলিল ছাড়া কোন ফতোয়া দায়ো হয়েছে তার পাপ ফতোয়াদানকারীর (মুফতী) উপর বর্তাবে।” [সহহি; মুসনাদে আহমাদ (২/৩২১)] তালবি ইলমের কর্তব্য ফতোয়া দানের ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া না করা। কোন বিষয়ে কথা বলার আগে এর উৎস, দলিল এবং তার পূর্বে এ অভিমত আর কে ব্যক্ত করছেন ইত্যাদি জানে তারপর কথা বলা। যদি তার সবে যোগ্যতা না থাকে তাহলে তার উচিত এ দায়িত্ব উপযুক্ত ব্যক্তির জন্য ছেড়ে দায়ো। সে যে বিষয়গুলো জানে সেগুলোর মধ্যে তাকে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত এবং সে যা অর্জন করেছে সেটোর উপর তার আমল করা উচিত এবং ইলম অর্জন চালিয়ে যাওয়া



উচতি। যাতে সে ইজতহাদ করার যোগ্যতায় পৌঁছতে পারে। আল্লাহই সঠিক পথে পরিচালনাকারী।